সংবাদ

তারিখ 16 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# মুরাদনগরে এসএসসি ফরম পূরণে 'গলাকাটা' ফি

প্রতিনিধি, মুরাদনগর (কুমিল্লা)

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে গলাকাটা ফি জোগাতে অপারগতা হয়ে চড়া সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে অভিভাবকদের।

এমনটাই ঘটেছে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। উপজেলার ৫৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে বোর্ড ফির চাইতে তিন-চার গুণ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করায় এ অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। রহস্যজনক কারণে গলাকাটা ফি আদায়ের বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করছে এমন অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় স্থানীয়দের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য নির্ধারিত ফি সর্বোচ্চ এক হাজার ৫৫০ টাকা। কিন্তু উপজেলার ৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সেই নির্ধারিত ফি তোয়াক্কা না করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। এতে করে নিম্ন মধ্যবৃত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ধার কর্যা করে ফরম পূরণ করছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, মুরাদনগর ডি আর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রামচন্দ্রপুর রামকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়, বাঙ্গরা উমালোচন উচ্চ বিদ্যালয়, দারোরা দীনেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ভুবনঘর-নহল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৫শ', কামাল্লা ডিআরএস উচ্চ বিদ্যালয়, পাচকিত্তা উচ্চ বিদ্যালয়, কোরবানপুর জিএম উচ্চ বিদ্যালয়, হাটাশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাইড়া এম আরিফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আলীরচর তায়মোম বেগম উচ্চ বিদ্যালয়, পরমতলা শব্দর খান উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার করে, কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম উচ্চ বিদ্যালয় ও মোচাগড়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ২ হাজার ৯শ', জাহাপুর কে. কে স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২ হাজার ৫শ' টাকা করে প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণের ফি আদায় করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমপক্ষে ১৫টি স্কুলের অভিভাকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বোর্ডে নির্ধারিত ফি এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ মিলে দুই হাজার টাকা নিলেই যথেষ্ট। কিন্তু স্কুলগুলো কোন কথাই মানছে না। একেক স্কুল একেকভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মনগড়া টাকা আদায় করছে। ছেলে পরীক্ষা দিতে পারবে না শুনে যখন খারাপ লাগে তখন কি আর করব, সুদে টাকা এনে এসএসসির ফরম পূরণ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

মুরাদনগর ডি. আর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাহজাহান জানান, ১৬৪৫-১৭৯০ টাকা করে ফরম পূরণের জন্য নেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত টাকা অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে কোচিং বাবদ নেয়া হয়েছে। রামচন্দ্রপুর রামকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম বলেন, বোর্ড ফি ১৪৯০-১৫৮০ টাকা নেয়া হচ্ছে। আর বাকি টাকা বিভিন্ন বকেয়া বাবদ নেয়া হচ্ছে। কামাল্লা ডিআরএস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার খান বলেন, বোর্ড ফি বাবদ ১৬৫০ টাকা নেয়া হয়েছে। বাকি অতিরিক্ত টাকা মসজিদের জন্য ২শ' ও হোস্টেল বাবদ ১,১৫০ টাকা নেয়া হচ্ছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সফিউল আলম তালুকদার জানান, এবার জেএসসি পরীক্ষা চলার কারনে ফরম পূরণের বিষয়টি মনিটর করা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত টাকা যদি কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেয়, তা কোন ছাত্র বা অভিভাবক আমার কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করে তা তদন্ত করে প্রমান পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কোচিং এর নামে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই, কারন পরীক্ষার্থীদের কোচিং করা সম্পূর্ণ অবৈধ। তাদের জন্য অতিরিক্তি ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ।